LACTURE NOTE FOR SEM -4 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-22-4-20

PAPER-CC-10

TOPIC-WORLD AND SANSKRIT LITERATURE

FRIEDRICH MAXMUELLER

ফ্রীড্‌রিখ্‌ ম্যাক্সমুল্ল্যর (১৮২৩-১৯০০)

ফ্রীড্‌রিখ্‌ ম্যাক্সমুল্ল্যর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত আন্‌হান্ট রাজ্যের রাজধানী দেসাউ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই নগরী পূর্ব-জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত। ম্যাক্সমুল্ল্যরের পিতা উইলহেলম্‌ স্থানীয় ডিউকের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি জার্মান ভাষায় কবিতা রচনা করে কবিখ্যাতি লাভ করেন। ম্যাক্সমুল্ল্যরের মাতা স্থানীয় একজন উচ্চস্থানীয় রাজপুরুষের দুহিতা ছিলেন। ম্যাক্সমুল্ল্যরের বয়স যখন মাত্র চার বৎসর তখন তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। বাল্যকালেই মুল্ল্যর বিশেষ মেধার পরিচয় দেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৩৬ খ্রী. স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৪১ খ্রী. ম্যাক্সমুল্ল্যর লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই তিনি লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল থেকেই মুল্ল্যরের ভাষাশিক্ষার দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবশ করে তিনি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। এই সময়ে লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারম্যান ব্রকহাউসের আতিশয্যে ম্যাক্সমুলার অন্যান্য ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে সংস্কৃতবিভাগে অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৪৩ খ্রী. মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ম্যাক্সমুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ''ডক্টরেট'' উপাধী পান। পি-এইচ-ডি উপাধীলাভের কিছুকালের মধ্যেই ম্যাক্সমুলার বিষ্ণুশর্মা রচিত ১৮৪৪ খ্রী. লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ থেকে ''হিতোপদেশ'' জর্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

খুব ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১৮৪৪ খ্রী. বসন্তকালে ম্যাক্সমুলার বার্লিনে আসেন। বার্লিনে তিনি বোপের নিকট সংস্কৃত ও দার্শনিক শিলিং এর নিকট দর্শন অধ্যয়ন করেন। অপর দিকে ভাষাবিজ্ঞানী বোপের নিকট তিনি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা লাভ করেন। এক বৎসর পর ম্যাক্সমুলার প্যারীতে এসে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বুণুফের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বুণুফ এই তরুণ শিষ্যের সংস্কৃতানুরাগ ও পান্ডিত্য লক্ষ্য করে তাঁকে সায়ণ ভাষ্য সহ ঋগ্বেদের সম্পাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেন। আচার্যের এই আদেশ রক্ষার জন্য ম্যাক্সমুলার সংকল্পবদ্ধ হন। তারপর ম্যাক্সমুলার প্যারীতে ঋগ্বেদ ও সায়ণভাষ্যের পুঁথি সংগ্রহ করে তার প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে থাকেন কারণ পুঁথি ক্রয় করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। নিজের প্রয়োজনে পুঁথি নকল করা ছাড়াও ম্যাক্সমুলার অপর পন্ডিতদের নানারূপ খুচরো কাজ করে দিয়ে যে অথ্র পেতেন তাতেই নিজের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ হত। লন্ডনস্থ

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহ থেকে সাহায্য লাভের আশায় তিনি ইংল্যান্ডে আসেন। এই সময়ে ইংল্যান্ড প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন ব্যারণ বুণসেন। প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী বুনসেন তাঁর স্বদেশীয় এই তরুণ যুবকের পান্ডিত্যে সবিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁর এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ উইল্‌সনের চেষ্টায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কতৃপক্ষ ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত ঋগ্বেদ প্রকাশের সমুদায় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সম্মত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মূদ্রণশালা থেকে ঋগ্বেদ মূদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ায় ১৮৪৮ খ্রী. মে মাসে ম্যাক্সমুলার লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডে চলে আসেন। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি অক্সফোর্ডেই অতিবাহিত করেন। ১৮৫০ খ্রী. তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বিভাগের সহকারী-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খ্রী. তাঁকে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৯ খ্রী. ম্যাক্সমুলার কৃত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয় () শুধুমাত্র বৈদিককালের সাহিত্যই এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছিল। আলোচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধিকাংশই ছিল অপ্রকাশিত। আলোচিত গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্যনির্ণয় ছিল পুস্তকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাল্যকাল থেকেই ম্যাক্সমুলার সংস্কৃত ভাষার নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন । সংস্কৃতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পন্ডিত। এইজন্য সংস্কৃত অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করা তাঁর পক্ষে অতিশয় কাঙ্খনীয় ছিল। ১৮৬৮ খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর সংস্কৃতে অধ্যাপনা করার ইচ্ছা কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছিল। এ যাবৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। অতঃপর জীবনান্তকাল পর্যন্ত তিনি অক্সফোড্রের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। অবশ্য ১৮০৫ খ্রী. পর আর রীতি মত অধ্যাপনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৮৬১-৬৩ খ্রী. লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংল্যান্ডে বিশেষ কোনো চর্চা হয় নি। ম্যাক্সমুলারের বক্তৃতাগুলি সবিশেষ আদৃত হয় ও ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি পন্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইংল্যান্ডে ও ইংরাজী ভাষায় ম্যাক্সমুলারকে ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্ব চর্চার প্রবর্তক বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই সম্বন্ধে তাঁর বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সহিত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠা ও এই তথ্য প্রচারও ম্যাক্সমুলারের অন্যতম কীর্তি।

পরবর্তী অংশ পরে সংযোজিত হবে

পরে আর ও সংযোজিত হবে